গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বেসরকারি কলেজ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২৩.২০.২৪৯

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪২৭
০৪ আগস্ট ২০২০

বিষয়: **তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সদ্য সরকারীকৃত হাজী জালমামুদ কলেজ নকলা, শেরপুরের উপাধ্যক্ষ বর্তমানে অধ্যক্ষ ভারপ্রাপ্ত হিসাবে বিগত ১ লা জানুয়ারি ২০১৯ খিঃ তারিখ হতে দায়িত্ব পালন করে আসছি। অত্র প্রতিষ্ঠানের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ লুৎফর রহমান বিগত ১৭/০৮/২০১৫খ্রিঃ তারিখ হতে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত চাকুরি করে ৬০ বছর পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী বিধি অনুযায়ী অবসরে যাওয়ার পর কলেজের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব বিবরণী ও ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার হিসাব, হিসাব বিবরণী লিখিত ভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিকট দাখিল করা কথা। কিন্তু তিনি তা করেন নাই। এমনকি লিখিত ভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর না করে শুধু কলেজের কিছু জমি সংক্রান্ত ও শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত আংশিক কাগজ পত্রাদি বুঝিয়ে দিয়েছেন যা গ্রহণ পূর্বক কপি তাহাকে দেওয়া হয়েছে। যাহা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অবগত আছেন মৌখিক ভাবে কলেজের সকল হিসাব নিকাশ ও কাগজপত্রাদি বুঝিয়ে দেওয়ার তাগিদ দেওয়া স্বত্ত্বেও অদ্যাবধি তিনি তা জমা দেননি। বরং অবসরভাতা ও কল্যানের আবেদনে সই নেওয়ার পায়তারা করছেন। উল্লেখ্য যে, আমি দায়িত্বভার গ্রহণের পর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পরামর্শক্রমে তিন সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ হিসাব ও নিরীক্ষা কমিটি গঠন করি এবং বিগত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কমিটিকে বলা হয়। উক্ত কমিটি হিসাব যাচাই-বাছাই করে ব্যাপক অনিয়ম ও গড়মিল খুজে পায়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রতিবেদনটি দাখিল করা হয়।

অভিযোগ সমূহঃ

ক. প্রাক্তন অধ্যক্ষের আমলে কলেজের নিজস্ব তহবিল থেকে নতুন ৫ তলা ভবন নির্মাণের জন্য তিনি ৫৩,৬৮,৪১৭/- (তিপান্ন লক্ষ আটষট্টি হাজার চারশত সতের) টাকা ব্যয় করেন। তন্মধ্যে সরকারী নিষেধাজ্ঞার পরেও তিনি ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা উত্তোলন করেন যা সম্পূর্ণ বেআইনী।

খ. উন্নয়ন ও নির্মান কমিটি কর্তৃক ব্যয়ের কোন অনুমোদন বা চাহিদা লিপিবদ্ধ নাই। মন্ত্রনালয় কর্তৃক PPR-২০০৬ অনুযায়ী আর্থিক ব্যয়ের কথা উল্লেখ থাকলেও তিনি তা প্রতিপালন করেন নাই। তিনি ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে স্বেচ্ছাচারীভাবে নিমার্ণ কাজটি করেন।

গ. ভবন নিমার্ণের জন্য কোন দরপত্র বা টেন্ডার আহবার করা হয় নাই।

ঘ. বিগত ১৭/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সরকারী, বেসরকারী বা সিএ ফার্মের কোন অডিট হয় নাই।

ঙ. মাননীয় সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী কর্তৃক সরকারী অনুদান ২,২৪,০০০/- (দুই লক্ষ চবিবশ হাজার) টাকা প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়। কিন্তু খরচের খাত দেখানো হয় নাই, যা বিধি বহির্ভূত ।

চ. শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগের ৫,৮৬,০০০/- (পাঁট লক্ষ ছিয়াশি হাজার) টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। যা পরীক্ষা- নিরীক্ষা প্রয়োজন।

ছ. ভবন নির্মাণের সময় ১ ট্রাক পাথর ক্রয় করা হয়েছিল, তা অল্প ব্যবহার করার পর বাকী সব বিক্রি করা হয়েছে সেই টাকা তহবিলে জমা করা হয় নাই।

জ. ভবন নির্মাণের সময় কলেজের কয়েকটি একাশিয়া ও মেহগনি গাছ কর্তন করা হয়, পরবর্তীতে অধ্যক্ষ কাঠের ১৮ টি গুড়ি নিয়ে তার নিজস্ব কাজে ব্যবহার করেন, যা তদন্ত প্রয়োজন।

ঝ. তাছাড়া ৭,৬৪,৪১৭/- (সাত লক্ষ চৌষট্টি হাজার সতের) টাকা বিল্ডিং করার সময় ঋণ দেখিয়ে পরবর্তী তা উত্তোলন করেন। কিন্তু কোন কোন খাতে ঋণ ছিল তা কোথাও উল্লেখ নাই বা রেজুলেশন নাই।

ঞ. শিক্ষক/কর্মচারীর নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র বুঝিয়ে দেন নাই। যা পরবর্তীতে নকলা থানায় সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় বর্ণিত বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক সুস্পস্ট মতামত প্রদানের জন্য উপপরিচালক(কলেজ) ও সহকারী পরিচালক(কলেজ) , মাউশি, আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহকে নির্দেশক্রমে দায়িত্ব প্রদান করা হইল।

৪-৮-২০২০
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক

বিতরণ :

১) উপপরিচালক (কলেজ), কলেজ শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ

২) সহকারী পরিচালক (কলেজ), কলেজ শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২৩.২০.২৪৯/১(২)

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪২৭
০৪ আগস্ট ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মোহাম্মদ আলতাব আলী, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, হাজী জালমামুদ কলেজ নকলা, শেরপুর

২) মো. লুৎফর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ, হাজী জালমামুদ কলেজ, নকলা, শেরপুর।

৪-৮-২০২০
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক